দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...13 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

36

বান্দরবানে দু'টি বিদ্যালয় বন্ধ শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছে না

বান্দরবান, ১২ই জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ইউনিসেফের অনুদান বন্ধ থাকায় বান্দরবানে ২টি উপজাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চরম সংকট দেখা দিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২টির ৫০ জন শিক্ষক–কর্মচারীর ৬ মাসের বেতন–ভাতা বকেয়া রয়েছে। ফলে ছাত্র–ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ইউনিসেফ পরিচালিত রুমা আবাসিক বিদ্যালয় ও সুয়ালক মো আবাসিক বিদ্যালয় ২টির যাবতীয় অর্থ যোগান দেয়া হতো পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে। ইউনিসেফ প্রদত্ত তহবিল দ্বারা উন্নয়ন বোর্ড জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে উপজাতীয়দের ঐ বিদ্যালয় ২টি এতদিন যাবৎ পরিচালিত হয়ে আসছিল।

ইউনিসেফ হঠাৎ করে তহবিলে অর্থ প্রদান বন্ধ করে দেয়ায় গত ডিসেম্বর থেকে রুমা আবাসিক বিদ্যালয়ের ২০ জন শিক্ষক–কর্মচারী বেতন–ভাতাদি পাচ্ছেন না। আড়াইশ' ছাত্র–ছাত্রী রয়েছে এ বিদ্যালয়ে। একইভাবে সুয়ালক মো আবাসিক বিদ্যালয়ের ২৮ জন শিক্ষক–কর্মচারী মার্চ মাস থেকে বেতন–ভাতা পাচ্ছেন না

এদিকে ঠিকাদারদের খাদ্য সরবরাহ বাবদ প্রায় ২০ লাখ টাকা বকেয়া পড়ে আছে। ফলে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত আবাসিক বিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষক–কর্মচারী এবং ৪শ' ৫০ জন উপজাতীয় ছাত্র–ছাত্রীদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা, পোশাক ও বই–পত্র বিনামূল্যে প্রদান করা হয়ে থাকে। জেলা প্রশাসক বিদ্যালয় দু'টির পরিচালনা কমিটির সভাপতি।

উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ ও অভিভাবক মহল আশংকা করছেন যে, সরকারী উদ্যোগে তহবিলের ব্যবস্থা করা না হলে বিদ্যালয় ২টি বন্ধ হয়ে যাবে। এতে সাড়ে ৪শ' উপজাতীয় গরীব ছেলে–মেয়ের শিক্ষাজীবন ভেস্তে যাবে।

ছাত্র কল্যাণ সমিতি গঠিত

বান্দরবান মারমা শিক্ষা কেন্দ্রে উপজাতীয় ছাত্র কল্যাণ সমিতি গঠনকল্পে এক ছাত্রসভা গত ১লা জুন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা কেন্দ্র জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক টিএন মং–এর সভাপতিত্বে সভায় অতিথি ছিলেন উপজাতীয় নেতা চহ্লা প্রু জিমি ও স্থানীয় সরকার পরিষদ সদস্য মংক্যচিং চৌধুরী।

সভায় উল্লেখ করা হয় যে, পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ী ছাত্রদের মধ্যে চাকমাদের শিক্ষার হার ৬০ ভাগ হলেও মারমাদের শিক্ষার হার মাত্র ১০ ভাগ।

শিক্ষার অভাবে মারমা উপজাতি আর্থ–সামাজিকভাবে অনেক পিছিয়ে আছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয়দের জন্য বরাদ্দকৃত কোটা তারা ভোগ করতে পারে না। সভায় ৫০ জন ছাত্র–ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

সভাশেষে উপজাতি ছাত্রকল্যাণ সমিতি নামে একটি সংগঠন গঠন করা হয়। সমিতির কর্মকর্তারা হলেন রোজী মং সভাপতি, নুথোয়াইচং সহ–সভাপতি, থ্য হামং সাধারণ সম্পাদক ও উচ ম্য কোষাধ্যক্ষ।